একটি গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ দঃ ও অভিশপ্ত শয়তান এর মধ্যে কথোপকথন

ফেব্রুয়ারী ১৯,২০১৪

অনুবাদ-কে,এম,আর,আহসান

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (দ:) এবং অভিশপ্ত শয়তানের মধ্যে কথোপকথন

এই কথোপকথনটি আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। আপনার জীবনকে পরিচালিত করতে পারে কল্যাণময় এবং শান্তিপূর্ন পথের দিকে। এরই মধ্যে রয়েছে গভীর জ্ঞান যা শয়তানের বিরুদ্ধে আপনার জন্য এক বড় হাতিয়ার।

একদা জনৈক আনসার এর বাড়ীতে প্রিয় নবী স: এর উপস্থিতিতে এক বিরাট জন সমাবেশ হয়েছিল। হযরত আনাস রা: এর বর্ণনামতে ইহা ছিল হযরত আবু আইউব আনসারী রা: এর বাড়ী। খুব সুন্দর আলোচনা চলছিল এমন সময় বাড়ীর বাহির থেকে বিকৃত স্বরে এক লোক ডেকে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কি আমাকে ভিতরে আসার অনুমতি দেবেন? আপনার সাথে আমার কিছু কাজ আছে।

সকলেই প্রিয় নবী সা: এর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। রাসুল সা: জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি চিনতে পেরেছ এই আওয়াজটি কার? সকলেই বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলেই ভাল জানেন। আল্লাহর রাসুল সা: বললেন, ইহাই অভিশপ্ত শয়তান। ইহা শুনে হযরত ওমর রা: তাঁর কোমর এর খাপ থেকে তলোয়ার বের করে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সা: , আমাকে অনুমতি দিন, আমি গিয়ে এক কোপে তার মাথাটা ধর থেকে আলাদা করে ফেলি। তার খুলিটা চুর্নবিচুর্ন করে দিয়ে মানবজাতিকে তার অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করি।

নবিজী সা: উত্তরে বললেন, না ওমর, তুমি কি জান না তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না। শেষ দিন পর্যন্ত আল্লাহ তাকে জিবীত থাকার অনুমতি দিয়েছেন।

তারপর নবিজী সা: বললেন, দরজাটি খোল এবং তাকে আসতে দাও। সে নিজের থেকে আসে নাই বরং আল্লাহর আদেশেই আসছে অন্যথায় সে এখানে আসত না। সি কি বলে শোন এবং বোঝার চেষ্টা কর।

সাহাবীদের মধ্যে একজন ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন, তাঁরা দরজাটি খুলেন এবং সে আমাদের সামনে আসল একজন বৃদ্ধ লোকের বেশে। তার চোখ ছিল টেঁরা, দাড়িঁ ছিল কয়েকটি মাত্র ৬টি কি ৭ টি তার চিবুকে। তার মাথটি ছিল বেশ বড়। তার টেরা চোখ দুটো ছিল তার মাথার ঠিক উপরে। বড় কপালের উপরে। তার ঠোট দুটো ছিল অনেক মোটা ঝুলন্ত। ঠিক যেন জলহস্তির মত। সে নবিজী সা: এবং সাহাবীদেরকে সালাম দিল । নবিজী সা: তার সালাম এর জবাবে বললেন, হে অভিশপ্ত শয়তান, সালাম এবং সম্মান মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য। তারপর বললেন, আমি শুনেছি তোমার এখানে কাজ আছে, তা কি?

শয়তান বলল, আমার এখানে আসার ইচ্ছা ছিল না, আমাকে বাধ্য করেছে। আপনার প্রভুর নিকট থেকে এক ফেরেশতা আমার নিকট আসলেন,তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সম্মানিত করেন এবং বললেন, মহান আল্লাহ তোমাকে হযরত সা: এর নিকট যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্ত তুমি তাঁর নিকট খুবই বিনয় এবং নম্রতার সাথে যাবে। এবং খুবই অনুগত এবং বাধ্য থাকবে। তুমি তাঁকে বলবে মানবজাতিকে তুমি কিভাবে প্ররোচিত এবং অসৎপথে পরিচালিত করে থাক। তুমি তাঁর সব প্রশ্নের উত্তর সঠিক ভাবে দিবে, একটিও মিথ্যা বলবেনা। এবং আল্লাহ বললেন, যদি আমি আপনার সাথে মিথ্যা বলি তিনি আমাকে পুড়ে ছাই এ পরিণত করে বাতাসে মিশিয়ে দেবেন এবং আমার শত্রুরা আমাকে পরিহাস করতে থাকবে। হে মোহাম্মদ সা:, আমি এই আদেশ নিয়েই আসছি।

প্র: তারপর হযরত সা: শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেন, বল, সমস্ত সৃষ্টির মাঝে কাকে তুমি বেশী ঘৃণা কর?

উ: শয়তান উত্তর করল, আপনাকে হে মোহাম্মদ সা: এবং সমস্ত নবীদেরকে । সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আপনার থেকে আর কাউকে আমি বেশী ঘৃণা করিনা। তখন হযরত সা: নিশ্চিত হলেন যে, শয়তান তাঁর এবং সমস্ত নবীদের সবচেয়ে বড় শত্রু।

প্র: নবীজী সা: জিজ্ঞেস করলেন, আমি ছাড়া আর কাকে তুমি ঘৃণা কর?

উ: শয়তান বলল,

১. সে যুবক যে নিজের সব সুখ আনন্দ এবং নিজেকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছে।
২. ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি যে তাঁর সব কাজ প্রকৃত জ্ঞান দিয়ে করে এবং সন্দেহজনক কাজ ত্যাগ করে।
৩. ঐ ব্যক্তি যে সবসময় পবিত্র থাকে এমনকি তিনবার ধৌত করতে হলেও।
৪. ঐ দরিদ্র অসুস্থ ব্যক্তি যে কারো কাছ থেকে কিছু চায় না এবং কখনো অভিযোগ ও করে না।
৫. ঐ ধনী ব্যক্তি যে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ এবং বিধিসম্মত দান করে।
৬. ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি যে সব কাজ তার জ্ঞান দিয়ে পরিচালিত করে।
৭. ঐ ব্যক্তি যে কুরআন পাঠ করে এবং তার জীবনকে কুরআন দিয়ে পরিচালিত করে।
৮. যারা নিয়মিত নামাজ পড়ে।
৯. উপদেশদাতা এবং সংশোধনকারী।
১০. অবৈধ বা নীষন্ধ খাবার ত্যাগ কারী।
১১. যারা আল্লাহতে দৃঢ় বিশ্বাসী।
১২. গরীবের হিতকারী।
১৩. আল্লাহর কাজে যাঁরা ব্যস্ত।

প্র: কারা তোমার বন্ধু?

উ: তারা দশ প্রকারের,

১. উদ্ধত ধনী ব্যক্তি।
২. অসৎ ব্যবসায়ী।
৩. মদ্য পানকারী।
৪. যারা আত্মীয়তা এবং ভ্রাতৃত্তের বন্ধন ছিন্ন করে।
৫. প্রতারণা কারী।
৬. এতিমের মাল ভক্ষণকারী।
৭. সালাত ত্যাগকারী।
৮. যারা দান করতে আগ্রহী নয়।
৯. যারা সবসময় অসার কথা ও কাজে নিয়োজিত।
১০. অসৎ বিচারক।

প্র: তারপর হযরত সা: প্রশ্ন করলেন, হে অভিশপ্ত শয়তান, যখন আমার উম্মতেরা সালাত কায়েম করেন তখন তোমার কেমন লাগে?

উ: আমি তেমনি ভাবে কাপতে থাকি এবং নড়তে থাকি যেন আমার ম্যালেরিয়া হয়েছে, কারণ আমি দেখতে পাই আপনার উম্মতেরা যতবার সেজদায় যায়, ততবারই তারা আল্লাহর রহমতে এবং শক্তিতে উন্নীত হতে থাকে।

প্র: হে অভিশপ্ত শয়তান, যখন আমার উম্মতেরা রোজা পালন করে তখন তোমার কেমন লাগে?

উ: তাঁরা রোজা খোলা অবধি আমার হাত ও পা বাঁধা অবস্থায় থাকে।
প্র: যখন আমার উম্মতেরা হজ্জব্রত পালন করে তখন তোমার কেমন লাগে?
উ: আমি আমার মন হারিয়ে ফেলি, আমি পাগল হয়ে যাই।
প্র: যখন আমার উম্মতেরা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করে তখন তোমার কি অবস্থ হয়?
উ: আমি গলে যাই যেমন সীসা উত্তপ্ত আগুনে গলে যায়।
প্র: এবং যখন তারা দান করে?
উ: আমি টুকরা টুকরা হয়ে ছিড়ে যাই যেন একজন বিনয়ী দাতা একটি করাত নেয় এবং আমাকে চার টুকরা করে ফেলে কারণ দানের বিনিময়ে দাতা চারটি পুরস্কার পায়, ১) অপরিসিম রহমতের অধিকারী হয়, ২) আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টিকুলের ভালবাসা ও সম্মান পায়, ৩) দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পায় এবং ৪) সমস্ত যন্ত্রনা এবং অসুবিধা থেকে মুক্তি দেন।
প্র: তারপর হযরত সা: জিজ্ঞেস করলেন, আমার সাহাবাদের ব্যাপারে তোমার কি ধারণা?
উ: হযরত আবু বকর রা: সম্মন্ধে বললেন, আমি তাঁহাকে ঘৃণা করি, এমনকি ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও তিনি আমাকে মানেন নাই এমন কি আমার কোন কথায় কান দেন নাই। এখন কি করে তিনি আমার কথা শোনবেন?
হযরত ওমর রা: এর ব্যাপারে, যখন আমি তাঁহাকে দেখি, তখনই আমি দৌঁড়ে পালাই,
এবং হযরত আলী রা: এর ব্যাপারে, বলল, যদি আমি তাঁর থেকে নিরাপদ থাকতে পারতাম? যদি তিনি আমাকে থাকতে দিতেন? আমি তাকে থাকতে দিতাম।কিন্তু তিনি আমাকে একা থাকতে দেননা।
অভিশপ্ত শয়তানের কাছ থেকে এই উত্তরগুলি শোনার পর, হযরত সা: আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন, প্রশংসা আল্লাহর নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি আমার উম্মতদেরকে এই অভিশপ্ত ও প্রতিভাবান শয়তানের অনিষ্ট থেকে কেয়ামত পর্যন্ত নিরাপদে রেখেছেন।
যখন শয়তান শুনল, সে বলল, হায়, আপনার উম্মতদের জন্য কি সুখবর? আপনি কিভাবে ভাবছেন যে, যতদিন পর্যন্ত আমি বিদ্যমান থাকব, ততদিন তারা আমার থেকে নিরাপদ থাকবে? আমি তাদের শিরায় প্রবেশ করি, তাদের মাংসে প্রবেশ করি, এবং তারা কখনো টেরও পায়না, আমাকে কখনো দেখতে ও অনুভব করতে পারবেনা। আমি আল্লাহর নামে শপৎ করে বলছি যিনি আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন, আমি সবাইকে মন্দের দিকে প্ররোচিত করব,জ্ঞানী ও সরল লোকদেরকে, শিক্ষিত ও অজ্ঞ, ধার্মিক ও পাপী সবাইকে। কেউই আমার হাত থেকে নিরাপদ নয়, একমাত্র তারা ব্যতীত যারা আল্লাহর অনুগত বান্দা।
প্র: তোমার মতে কারা আল্লাহর অনুগত বান্দা?
উ: হে মোহাম্মদ সা: আপনি ভাল জানেন, যে কেহ অর্থ এবং সম্পদকে ভালবাসে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা বান্দার মধ্যে গণ্য করেন না। যখন আমি দেখি যে, যখন কেহ বলে না যে, ইহা আমার বা আমিই সেই, যখন কেউ অর্থকে প্রাধান্য দেয় না বা তোষামোদ করে না, তখন আমি মনে করি সেই আল্লার প্রকৃত বান্দা এবং আমি তার থেকে দৌড়ে পালাতে থাকি। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন লোক তার টাকাকে , সম্পত্তিকে, তোষামোদীকে পছন্দ করবে, ততক্ষণ সে আমাকে মান্য করে চলবে, সে আমার চাকর। আমার অনেক চাকর দরকার এবং আমার অনেক চাকর আছে। আমি একা নই। আমার ৭০০০০ (সত্তর হাজার) সন্তান-সন্ততি আছে। প্রত্যেকেরই এক একটা দায়িত্ব আছে। প্রত্যেক সত্তর হাজার সন্তানের সাথে সত্তর হাজার শয়তানী রয়েছে। প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক পদবী আছে। তাদের অনেকেই অল্প বয়স্ক এবং বৃদ্ধা মহিলাদের সাথে থাকে, এবং ধার্মিক , ধর্মযাজক ও ধর্মীয় গুরুদের সাথে থাকে। সেখানে আপনার ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে মতের কোন পার্থক্য নাই। এবং আপনার উম্মতদের মধে অনেক অনুগত ও ধার্মিক লোকেরা ও আমার লোকের সাথে থাকে। আমার শয়তানগন তাদেরকে সরলতার সুযোগ নিয়ে কল্পনার মাধ্যমে তাদেরকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা করে। শিঘ্রই তারা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তারা জানেনা পরে কি ঘটতে যাচ্ছে। তখন আমি কানে কানে তাদেরকে বলি, তাদেরকে অবিশ্বাস করতে বলো। কিন্তু যখন আপনার ধার্মিক উম্মতেরা অবিশ্বাস করে তখন আমি বলি, ” ..আমি তোমার থেকে মুক্ত, নিশ্চই আমি বিশ্বভ্রম্মান্ডের মালিক আললাহকে ভয় করি,” সুর হাশর, ৫৯: ১৬

তারপর শয়তান বলল, কিভাবে মানুষের স্বভাব থেকে লাভবান হয়। যা সে পছন্দ করত। মিথ্যা বলার ব্যাপারে, সে বলল, হে মোহাম্মদ সা: আপনি কি জানেন, মিথ্যা আমার থেকে উৎপত্তি হয়েছে এবং আমিই প্রথম মিথ্যাবাদি। যে কেহ মিথা বলে, যে কেহ আললাহর নামে ও আদম আ:ও হাওয়া আ: এর নামে মিথ্যা শপথ করে, সে আমার পরম বন্ধু।
”আমি তাদের সাথে মিথ্যা শপৎ করেছিলাম,নিশ্চই আমি আপনাদের একান্ত উপদেশদাতা।” সুরা আরাফ ৭:২১
আমি পারিবারিক বন্ধন-ভালবাসাকেও ঘৃণা করি। যখন তারা একে অপরের থেকে তালাকের সিদ্ধান্ত নেয় তখন আললাহর দৃষ্টিতে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। স্ত্রী তার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়। যখন তারা একত্রে একই বিছানায় স্বামীস্ত্রী ঘুমায় তখন তারা ব্যাভিচারিতে পরিগনিত হয়। যদি তাদের কোন সন্তান হয়, তা হয় জারজ সন্তান । আমি ইহা ভালবাসি।
হে মোহাম্মদ দ: এখন আমাকে আমার বন্ধুদের ব্যাপারে বলতে দিন যারা নামাজ ত্যাগ করে বা নামাজে বিলম্ব করে। যখন নামাজের সময় হয়, আমি তাদের মনে কাল্পনিক যুক্তি দেই যে, এখনো অনেক সময় আছে,নিজের কাজে ব্যস্ত থাক। তারা যা করছে তাতে তারা আনন্দ অনুভব করে তারা সবসময় নামাজ বিলম্বে আদায় করে। আমি আশা করতে থাকি তারা যেন তাদের পরবর্তী নামাজ আদায়ের পূর্বে মৃত্যু বরণ করে।তারপরেও যখন আমি কৃতকার্য্য হইনা, তখন আমি তাদের নামাজের মধ্যে ঢুকে পড়ি।আমি তাদেরকে বলি,তোমার ডানে তাকাও,তোমার বামে তাকাও,অতীতের কথাগুলো ভাবতে থাকো।তোমার ভবিষ্যতের উন্নতির পরিকল্পনা কর।এবং যখন তারা তা করে,আমি তাদের চিবুক স্পর্শ করি, এবং তাদের কপালে চুমু খাই ও তাদের অন্তর থেকে শান্তি কেড়ে নেই॥
হে মোহাম্মদ দ: আপনি জানেন, যারা নামাজে অমনযোগী অথবা যার নামাজে কল্পনা করে, যাদের অন্তর আল্লাহর নিকট অনুপস্থিত,সেই নামাজগুলি অগ্রহণযোগ্য বা তা মুখের উপর ছুড়ে দেওয়া হবে। এবং আমি তাতেও যদি কৃতকার্য্য না হই,আমি তাদের নামাজ খুব দ্রুত পড়ার নির্দেশ দিই, এবং তখন তারা মুরগী যেমন তাড়াহুড়ো করে খাবার খায়,সেরকম করে নামাজ পড়ে।
তারপরেও যদি আমি কৃতকার্য না হই,আমি তাদের জামাতে নামাজএ অংশ নিই,এবং তাদের মাথায় রাগ বা দু:শ্চিন্তা ঢুকিয়ে দিই, আমি তাদের মাথা ইমামের আগে আগে যাওয়ার জন্য টানা হেচড়া করি, আমি তাদের মাথা ইমামের আগে উঠানোর জন্য ঠেলতে থাকি। আমি খুবই আনন্দিত হই এই ভেবে যে, শেষ বিচারের দিন আল্লহ ঐ সমস্ত অবাধ্য মুসলিমদের মাথাকে গাধার মাথায় রুপান্তরিত করবে।
তারপরেও যদি আমি কৃতকার্য না হই, আমি নামাজের মধ্যে তাদের আঙ্গুল মটকানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করি।তখন তারা আললাহর স্মরণ থেকে বিরত হয়ে আমার স্মরণে থাকে । অথবা আমি তাদের নাকের মধ্যে দিয়ে ঢুকে পড়ি,এবং হাই তুলি, তখন তারা যখন মুখ খোলে, একটি ছোট শয়তান তাদের মুখ দিয়ে ঢুকে পড়ে এবং দুনিয়ার প্রতি মায়া ও লক্যগুলিকে বাড়িয়ে দিই। যারা দুনিয়াকে ভালবাসে ও দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা লাভের লক্যে থাকে তারা আমার সৈন্য।সে আমাকে মান্য করে, এবং আমি যা বলি তা সে পালন করে।
হে মোহাম্মদ দ: , আপনি আপনার ধার্মিক ও জ্ঞানী লোকদের ব্যাপারে কিরম্নপে আশাবাদী ও শান্তিতে আছেন? তাদের জন্য আমি প্রত্যেক কোনায় কোনায় ফাঁদ পেতে রেখেছি। আমি গরীব লোকদের নিকট যাই এবং বলি, আললাহ তোমাদের জন্য কি করেছেন? কেন তোমরা তাঁর এবাদত কর? এবাদত তাদের জন্য যাদেরকে আললাহ প্রচুর দিয়েছেন। তারপর আমি একজন রুগ্ন ব্যক্তির নিকট যাই এবং তাদেরকে এবাদত না করার জন্য বলি। এবং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিই যে আললাহ বলেছেন, রুগ্ন ব্যক্তির জন্য এবাদত মাফ করা হয়েছে। সুরা নুর ২৪: ৬১।
আমি আশায় আশায় থাকি যে, তারা যেন ত্যাগ করার মধ্যে মৃত্যু বরণ করে। যাতে আললাহ পরকালে তাদের উপর রাগান্বিত থাকেন।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (দ:) এবং অভিশপ্ত শয়তানের মধ্যে কথোপকথন

হে মোহাম্মদ দ: যদি আমি একটিও মিথ্যা বলে থাকি তবে বিছা যেন আমাকে দংশন করে এবং আললাহ যেন আমাকে ছাইয়ে পরিণত করে। হে মোহাম্মদ দ: , আপনার লোকদের ব্যাপারে এত নিশ্চিত হবেন না। আমি আপনার উম্মতের প্রায় এক ষষ্টাংশ কে বিভ্রান্ত করে ফেলেছি যারা ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে।
প্র: হে অভিশপ্ত শয়তান, কাদের সাথে তুমি বেশীর ভাগ সময় কাটাও?
উ: যারা সুদ খায়।
প্র: তোমার প্রিয় বন্ধু?
উ: ব্যাভিচারী লোক।
প্র: কাদের সাথে তুমি বিছানায় শোয়?
উ: মদখোরদের সাথে।
প্র: কারা তোমার অতিথি?
উ: চোর।
প্র: কারা তোমার প্রতিনিধি?
উ: যাদুকর ও গনক।
প্র: কিসে তোমাকে বেশী আনন্দ দেয়?
উ: তালাক।
প্র: কাকে তুমি বেশী ভালবাস?
উ: যারা শুক্রবারের নামাজ ত্যাগ করে।
প্র: কিসে তুমি বেশী মনোকষ্ট পাও?
উ: ঐ সব দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লোকদের কাজে যারা আললাহর উদ্দেশ্যে আললাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।
প্র: কিসে তুমি কষ্ট পাও?
উ: অনুশোচনাকারীদের অনুশোচনায়।
প্র: কিসে তোমাকে বিমর্ষ করে?
উ: যখন গোপনে দান করা হয়।
প্র: কিসে তোমার চোখ অন্ধ হয়ে যায়?
উ: মধ্য রাতে বান্দারা যখন তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে।
প্র: কিসে তোমার মাথা হেট হয়ে যায়?
উ: জামাতে নামাজ আদায় করা হলে।
প্র: হে শয়তান, তোমার মতে কারা সবচেয়ে সুখী লোক?
উ: যারা ইচ্ছা করে নামাজ ত্যাগ করে।
প্র: এবং লোকদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম লোক?
উ: কৃপণ।
প্র: কিসে তোমার কাজে বাধা দেয়?
উ: জ্ঞানী লোকদের সমাবেশ এবং তাদের আলোচনা।
প্র: তুমি তোমার খাদ্য কিভাবে খাও?
উ: আমার বাম হাতে এবং আঙ্গুলের ডগা দিয়ে।
প্র: যখন সূর্য প্রখর হয়, তখন তুমি কোথায় ছায়া খোজ?
উ: লোকের ময়লা নখের ভিতরে।
আমি আললাহর নিকট একটি ঘর চাইলাম, এবং তিনি আমাকে একটি গনশৌচাগার দিলেন।
আমি আললাহর নিকট একখানা এবাদতখানা চাইলাম, তিনি আমাকে বাজার দিলেন
আমি আললাহর নিকট একখানা বই চাইলাম,তিনি আমার জন্য দিলেন কবিতার বই।
আমি আললাহর নিকট প্রার্থনার ডাক চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন নাচের সংগীত।
আমি আললাহর নিকট আমার বিছানার সংগী চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন মাতালকে।
আমি আললাহর নিকট চাইলাম সাহায্যকারী, তিনি আমাকে অবিশ্বাসীদেরকে দিলেন।
আমি আললাহর নিকট ভাইবোন চাইলাম, তিনি আমাকে অপচয়কারীদেরকে দিলেন।
আললাহ বলেছেন, নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।(বনী ইসরাইল :২৭)
তারপর আমি আললাহর নিকট চাইলাম যে, মানবজাতি যেন আমাকে না দেখে এবং আমি যেন তাদেরকে দেখি। আমার প্রার্থনা আললাহ কবুল করলেন। আমি ইচ্ছা করলাম যে, মানবসন্তানের শিরা উপশিরা যেন আমার চলাচলের পথ হয়, আললাহ ইহাও কবুল করলেন। তাই আমি তাদের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হই এবং তাদের মাংসে প্রবেশ করি।এই সব আমাকে দেওয়া হয়েছে। এবং আমি ইহার জন্য গর্বিত।এখন হে মোহাম্মদ দ: আমি আপনাকে বলি, আমার বাহিনী আপনার বাহিনীর থেকে অনেক বেশী।
শয়তান বলল, হে মোহাম্মদ দ:, আপনি কি জানেন, আমার একটি পুত্র আছে যার নাম আটাম। যারা এশার সালাত আদায় না করে ঘুমোতে যায়, তাদের কানে সে প্রশ্রাব করে দেয়। তার প্রশ্রাব তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে ।
আমার আর এক ছেলের নাম হচ্ছে মুতাকাদি, তার দায়িত্ব হচ্ছে , যারা গোপনে নামাজ পড়ে, ভাল কাজ করে, তা প্রকাশ্যে বলে বেড়ানো এবং মানুষের নিকট থেকে বাহবা কুড়ানো। আললাহ ১০০ টি পুরস্কার থেকে ৯৯ টি কেড়ে নেয়।
আমার আর এক ছেলের নাম কুহাইল। তার কাজ হল জ্ঞানী লক ও ধর্মোপদেশ দাতাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা। যাদের চোখে সে হাত বুলিয়ে দেয়, তারা ঘুমের কোলে ঢলিয়ে পড়ে। তারা এরূপে আলস্নাহর কথা বা উপকারী কোন কথা শোনা থেকে তাদেরকে বিরত রাখে।
শয়তান স্ত্রীলোকদের ব্যাপারেও বলেছে। যখন কোন স্ত্রীলোক তার বসার স্থান ত্যাগ করে, একজন শয়তান তার স্থানে গিয়ে বসে। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের কোলে একটি করে শয়তান বসে যার কাজ হল দর্শকদের নিকট স্ত্রীলোকটিকে আকর্ষনীয় করে তোলা । তখন সে স্ত্রীলোকটিকে তার বাহু, তার পা, তার বক্ষ খোলা এবং প্রদর্শনের জন্য তার থাবার দ্বারা নির্দেশ করে, স্ত্রীলোকটির লজ্জা ও সৌন্দর্য উন্মুক্ত করে দেয়।
তারপর শয়তান তার আপত্তিগুলি বলা আরম্ভ করল, সে বলল, হে মোহাম্মদ দ: , এইসব সত্বেও প্রকৃত ঈমানদারদের ঈমান হরন করার আমার কোন শক্তি নাই। আমি তখনই তাদের ঈমান হরন করি,যখন তারা নিজেরাই ইহাকে দুরে ছুড়ে ফেলে।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (দ:) এবং অভিশপ্ত শয়তানের মধ্যে কথোপকথন

এই সমস্ত কাজ আমি শুধুমাত্র আদমসন্তানদের কে মোহ, ভুল ধারনা,কুৎসিতকে সুন্দর দেখানো, মন্দকে ভাল দেখানোর জন্য করে থাকি । আপনার কোন শক্তি নাই যে, তাদেরকে ঈমান দান করা। আপনি শুধুমাত্র সত্যের প্রমান ও পথপ্রদর্শক। কারণ আমি জানি যে, আপনার যদি ঈমান দেওয়ার শক্তি থাকত, আপনি পৃথিবীতে একজন ও অবিশ্বাসী থাকতে দিতেন না। সেই ভাগ্যবান যে, তাহার মায়ের পেট থেকে বিশ্বাসী হয়ে জন্ম নেয় এবং অবিশ্বাসী পাপী তার মায়ের পেট থেকেও পাপী হয়। যেহেতু আপনি ভাগ্যবানদের পথপ্রদর্শক, আমি শুধুমাত্র যারা পাপী তাদের পাপের কারণ।

তিনিই আললাহ, যিনি কাউকে ভাগ্যবান ও কাউকে অবিশ্বাসী করেন। তারপর শয়তান সূরা হুদ থেকে আবৃত্তি করল:

আর তোমার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই সব মানুষকে একই জাতিসত্তায় পরিনত করতে পারতেন আর তারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হতো না। (১১৮)

তোমার পালনকর্তা যাদের উপর রহমত করেছেন, তারা ব্যতীত সবাই চিরদিন মতভেদ করতেই থাকবে এবং এজন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তোমার আল্লাহর কথাই পূর্ণ হল যে, অবশ্যই আমি জাহান্নামকে জ্বিন ও মানুষ দ্বারা একযোগে ভর্তি করব। (১১৯) – সূরা হুদ (১১: ১১৮-১১৯)

সে সূরা আহযাব এর আয়াত ৩৮ থেকে আবৃত্তি করল, আল্লাহ নবীর জন্যে যা নির্ধারণ করেন, তাতে তাঁর কোন বাধা নেই পূর্ববর্তী নবীগণের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহর চিরাচরিত বিধান। আল্লাহর আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত।

তারপর হযরত মোহাম্মদ দ: শয়তানকে বললেন, হে সব অনিষ্টের মুল, আমার ভাবতে অবাক লাগে যে, যদি তোমার কোন সুযোগ থাকত যে, তুমি অনুতপ্ত হবে এবং আললাহর নিকট ফিরে আসবে, তবে আমি তোমার জন্য আললাহর নিকট সুপারিশ করতাম।

অভিশপ্ত শয়তান উত্তরে বলল, হে আললাহর রাসুল, ইহা আললাহরই বিচার। শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত যা ঘটবে তা নির্ধারিত হয়ে গেছে, ভাগ্যের লিখনের কালি শুকায়ে গেছে । যিনি আপনাকে সমস্ত নবীদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, যিনি বেহেস্তে আপনাকে প্রধান বক্তা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন, যিনি আপনাকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের মধ্যে খুবই প্রিয় করে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পাপীদের সর্দার বানিয়েছেন এবং দোযখের অধিবাসীদের মধ্যে আমাকে প্রধান বক্তা বানিয়েছেন, তিনিই আললাহ। হে মোহাম্মদ দ: যা আমি আপনাকে এতকখন বললাম, তা আমার শেষ কথা এবং সবই সত্য।

উপরোক্ত হাদিসটি হযরত ইবনে আব্বাস রা: ও হযরত মুয়াজ বিন যাবাল রা: থেকে বর্ণিত। শেখ ই আকবর শেখ মহিউদ্দিন ইবনে আরাবীর কিতাব থেকে সংগৃহিত। (শাজারাত আল কাউন- (The Tree of Being)

ইহা হযরত আনাস ইবনে মালিক রা: এর অন্য হাদিস থেকেও সংগৃহীত।

****

----------প্রিয় পাঠক,নিজে পড়ে অন্যকে পড়ার সুযোগ করে দিন।